৬শ’ বস্তিবাসীকে ফ্ল্যাটের চাবি দিলেন প্রধানমন্ত্রী

৬শ’ বস্তিবাসীকে ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী উপকারভোগীদের কাছে ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর করেন। শেখ হাসিনা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় বস্তিবাসীদের ফ্ল্যাট দেয়া হলো।

কক্সবাজার সদরের খুরুশকুল ইউনিয়নের বাঁকখালী নদীর তীর ঘেঁষে এই ফ্ল্যাটগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২০টি পাঁচতলা ভবনের কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জলবায়ু উদ্বাস্তু ৬০০ পরিবারকে ফ্ল্যাট দেয়া হয়েছে। বৃহৎ এ প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে ৪ হাজার ৪৪৮টি পরিবার ফ্ল্যাট পাবে।

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছাসে কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মহেশখালী কুতুবদিয়াসহ উপকূলের বিশাল এলাকা সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এতে গৃহহারা হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। এসব মানুষ জীবনের তাগিদে আশ্রয় নেয় কক্সবাজার শহরের বিমানবন্দরের পশ্চিমে বালিয়াড়ী ও ঝাউবাগান এলাকায়,যা পরবর্তীতে কক্সবাজার পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়। যেখানে বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বসবাস করছে।

বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবদিয়া পাড়া, নাজিরাটেক এবং সমিতি পাড়া এলাকার বিপুল পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করে সরকার। অধিগ্রহণের আওতায় পড়া জমিতে ৪ হাজার ৪০৯টি পরিবার বাস করত। ২০১১ সালে ৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে এক জনসভায় এসব উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য পুনর্বাসনের নির্দেশনা দেন। পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয় খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প, যার নাম দেয়া হয়েছে ‘শেখ হাসিনা আশ্রয়ণ প্রকল্প’। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রথমে ৫ তলাবিশিষ্ট ১৯টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ভবন নির্মাণ করা হবে, যেখাবে ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের পুনর্বাসন করা হবে।

উল্লেখ্য, দেশে এটিই প্রথম সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক বাজেটের আশ্রয়ণ প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রায় ২৫৩ দশমিক ৩৫০ একর জমি

অধিগ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে ১৩৯টি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে শেখ হাসিনা টাওয়ার নামে একটি ১০ তলা বিশিষ্ট সুউচ্চ ভবনও থাকবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের বাকি ভবনগুলোর কাজও এগিয়ে চলছে। সূত্র- যুগান্তর

মেহেরপুরে এ যেন এক ছিটমহল !

মেহেরপুরে জেলখানা পাড়া ও শিশুপাড়ার চার শতাধিক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ঘরের ভিতরে চলে গেছে পানি। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় এমনটি হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সীমানা জটিলতায় কেউই দায় নিচ্ছে জলাবদ্ধতার।

মেহেরপুর পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়নের মধ্যে এইদুই পাড়াকে কেন্দ্র করে চলছে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ। জেলখানা পাড়ার একই পরিবারে দুইজন সদস্য ভোটার হচ্ছেন মেহেরপুর পৌরসভার ও অপরদুইজন হচ্ছে আমদহ ইউনিয়নের। ট্যাক্স নেওয়ার সময় পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়ন দুইপাড়ার বাসিন্দাদের নোটিশ পাঠালেও উন্নয়ন কাজে কারই মাথা ব্যথা নেই।

গত একসপ্তাহ ধরে ভারি বর্ষণে পানিবন্দি হয়ে দিনপার করছে প্রায় ৪শ পরিবারের হাজার খানেক মানুষ। মেহেরপুর পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদকে বিষয়টি জানালেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। এদিকে দীর্ঘদিন পানিবন্দি থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উপর ক্ষোভ জন্মেছে। কেউ কেউ বলছে মেহেরপুরে থেকেও নিজেকে রহিঙ্গা মনে হচ্ছে। জেলপাড়া ও শিশুপাড়ার বাসিন্দা নিজেকে দুর্ভাগা মনে করছেন অনেকেই।

শিশুপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল বাকি জানান, জলাবদ্ধতা চৈত্র মাস থেকে এই জলবদ্ধতা কতদিন থাকবে এর কোন ঠিক নেই জলাবদ্ধতায় ঘরবাড়ি পায়খানা টিউবওয়েল রান্না করার ক্ষমতা নাই সবাইতো আর গ্যাসের চুলায় রান্না করতে পারে না আরো সমস্যা হলো মেহেরপুর পৌরসভার লাইক পানিসহ অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় জিনিসের সুবিধা আমরা পাচ্ছি অথচ একই বাড়ির চারজন লোক হলে দুইটা ভোট

কর্ম করে খেতে পারব।

একই পাড়ার কাঠমিস্ত্রি সোহাগ জানান, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ পৌরসভার ভিতর ছিলাম এখন আমরা পৌরসভা কি আমদহ এর ভিতর ঠিক জানিনা আমরা যার অন্তর্গত হই না কেন কোন ইউনিয়ন বা পৌরসভা কোন সময় আসে না আমাদের কাছে। আমরা বাড়িতে এই করানোর সময় কি করে জীবন যাপন করছি তা কেউ দেখেনা। তাতে কোন সমস্যা নাই।

আমাদের এই জলাবদ্ধতার কারণে পোকামাকড় কে বেশি ভয় করতে হচ্ছে আবার একদিক দিয়ে করোনাভাইরাস অপর দিকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে, মশা, যা থেকে আমাদের ডেঙ্গু হতে পারে, এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ডায়রিয়ার ভয় আছে। তাই আমাদের এই সমস্যাটি আপনাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নজরে যেন আসে।

কিছুদিন আগে মেহেরপুর জেলখানার পাশ দিয়ে একটি রাস্তা করে দিয়েছে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ। যেখানে পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যদি করত তবে আমরা এই ভোগান্তিতে পারতাম না।

আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম বলেন, জলাবদ্ধ ওই এলাকায় ড্রেণ নির্মান করে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বর্ষা মৌসুম কেটে গেলে আমরা সে ব্যবস্থা করবো।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, ঐ এলাকার মানুষজন পানিবন্দি হয়ে আছে এ খাবর আমাকে কেউ জানাইনি। যদি পৌরসভার কোন এলাকা যদি জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তবে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মেপ্র/এমএফআর

ব্রাজিলে একদিনেই ৬৮ হাজার আক্রান্তের রেকর্ড

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত ব্রাজিল। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়ে

জাইর বলসোনারো। তার দৃষ্টিতে করোনাভাইরাস ‘সাধারণ ফ্লু’ জাতীয় রোগ। অথচ তিনি নিজেই করোনায় আক্রান্ত!এ কারণে তার ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঈদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে গণপরিবহন, বাড়ছে না ভাড়া

আসন্ন ঈদুল আজহায় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলাচল করবে গণপরিবহন। পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ ঈদ উপলক্ষে নতুন করে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি তুললেও তা মেনে নেয়নি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। বরং চলাচলের অনুমতির শর্তগুলো কঠোরভাবে মানার নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি।

গত সোমবার বিআরটিএ কার্যালয়ে মালিক-শ্রমিক সংগঠন, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দুই সিটে একটি ফাঁকা রাখায় লোকসান হচ্ছে উল্লেখ করে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন করা হলেও মেনে নেয়নি বিআরটিএ।

বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, বিআরটিএ-এর সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সুরক্ষানীতি মেনেই গণপরিবহন চলবে। সুরক্ষানীতি মানার জন্য আমরা মালিকপক্ষকে চিঠি দেব।
তিনি আরও বলেন, ‘শর্ত অনুযায়ী, এক সিট খালি রেখে বাস চলছে। কিন্তু তাতে মালিকদের লোকসান হচ্ছে। এমনিতেই যাত্রী কম, ঈদে তো আরও বেশি লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ফিরতি যাত্রী থাকবে না। এভাবে চলাচল করা খুবই কঠিন। তবুও আমরা সেটা মানার এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।’

এদিকে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ বলেন, ‘আগের নির্দেশনার মতোই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদেও সামাজিক দূরত্ব ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে গণপরিবহন চলবে।

বিআরটিএ-এর উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গত ৩ মে যে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে শর্ত দিয়ে গণপরিবহন চলাচলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, সেগুলো ঈদেও মানতে হবে। সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মেহেরপুরে ২১৭ বোতল ফেন্সিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২১৭ বোতল ফেন্সিডিল ও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। বুধবার রাত দশটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলার মোড় থেকে ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে মাদক ব্যবসায়ীরা তেলের কন্টেনিয়ারের মধ্যে বিশেষ কায়দায় ফেনসিডিল গুলো বোঝাই করে ঢাকাগামী একটি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল কোলার মোড়ে।

এসময় স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির সন্দেহ হলে কন্টিনিয়ার এর মধ্যে কি আছে এ কথা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী কন্টিনিয়ার ২টি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই আশরাফ ইসলাম সঙ্গিয় ফোর্স নিয়ে ফেন্সিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে আসে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সদর উপজেলার কোলার মোড় থেকে ফেন্সিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক আসামী সনাক্ত করার চেষ্টা কর হচ্ছে।
মেপ্র/এমএফআর

করোনায় বিপাকে চুয়াডাঙ্গার সাড়ে সাত হাজার গো-খামারী

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে দেড় লাখ গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পরেছেন চুয়াডাঙ্গার সাড়ে সাত হাজার খামারী। কোরবানী উপলক্ষে বছর জুড়ে লালন-পালন করা গবাদিপশু, খামারীদের কাছে গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে। খুচরা ক্রেতা ও বেপারিদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন ছোট-বড় খামারীর। কোরবানীর ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে খামারীদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাও তত স্পষ্ট হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৮ হাজার গরু-মহিষ এবং ৫০ হাজার ছাগল-ভেড়াসহ কোরবানীর পশুর চাহিদা রয়েছে প্রায় ৬৮ হাজার। এর বিপরীতে জেলার সাত হাজার ৩৩৭টি খামারে গবাদিপশু রয়েছে এক লাখ ৫০ হাজার ২১২টি। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ৮৪৯টি গরু-মহিষ এবং এক লাখ ১১ হাজার ৩৬৩টি ছাগল-ভেড়া রয়েছে।

গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গা জেলায় কোরবানীর পশুর চাহিদা অনন্ত পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে এ বছর জেলার খামারীদের পশুর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে বিশ^ব্যাপি করোনা পরিস্থিতিতে বদলে গেছে সব হিসাব-নিকাশ। খামারের গবাদিপশু বিক্রি হবে না-কি থেকে খামারে তা নিয়ে দুশ্চিতায় খামারীরা।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নীলমণিগঞ্জ গ্রামের খামারী আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক মাস আগে থেকেই গবাদিপশুর খাবারের দাম বেড়ে যায়। এতে খামারীদের খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে বেপারী ও খুচরা ক্রেতাদের দেখা মিলছে কালে ভদ্রে। সে হিসাবে এখনও চাহিদা মাফিক বেচাকেনা করতে পারেন-নি জেলার খামারীরা।

প্রাণী সম্পদ বিভাগের মতে, স্থানীয় চাহিদার চেয়ে জেলায় অন্তত আশি হাজার গবাদিপশু বেশি রয়েছে। অন্য বছরের মতো এবছর যদি জেলার পশু সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া না যায়, তবে খামারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তবে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ অনলাইন পশুহাটসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। যাতে করে খামারীরা তাদের গবাদিপশু

বিক্রি করতে পারেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এএইচএম শামিমুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে খামারীরা কিছুটা শঙ্কায় রয়েছেন। তবে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ জেলা প্রশাসনের সাথে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে খামারীরা তাদের পালিত গবাদিপশু যথাসময়ে এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করেই বিক্রি করতে পারেন।

এর মধ্যে অনলাইন পশুহাট পরিচালনা ছাড়াও চলমান হাটগুলোতে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুস্থ পশু বেচাকেনায় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আক্তারুল আটক

দামুড়হুদা থানা পুলিশের ঝটিকা অভিযানে সিআর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আক্তারুল ইসলাম ওরফে বাবুকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) মধ্যরাতে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত আক্তারুল ইসলাম বাবু দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের মো: কাদের বিশ্বাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্র জানা- গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুযোগ্য পুলিশ অফিসার ইনর্চাজ ওসি মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এ এসআই সাঈদজ্জামান, এ এস আই মো: মুজিবর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিজ বাড়ী চন্দ্রবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন পুলিশ।

আটককৃত আক্তারুল ইসলামের দামুড়হুদা থানার একটি সিআর মামলায় আদালত তাকে ওয়ারেন্টভুক্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা দেয়। দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল মঙ্গলবার মধ্যরাতে নিজ বাড়ি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক জানান।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সজীব বিশ্বাস (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের তাঁতীবন্দ নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব বিশ্বাস মিরপুর উপজেলার নয়নপুর এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে কুষ্টিয়া শহর থেকে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁতীবন্দ নামক স্থানে একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ

ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেছে পুলিশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ দেশের যুব সমাজকে রক্ষা করতে মাদককে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন।

সেই উদ্যোগকে সাফল্য করতে ও সেই লক্ষে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে, দামুডহুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে, এস,আই মোঃ তৌহিদুর রহমান শেখ, এ,এস,আই মোঃ মসলেম উদ্দিন, এ এস,আই মোঃ বিল্লাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর বাজার এলাকায় পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করেন বুধবার বেলা ১১ টার দিকে দোহ তল্লাশী করে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেন।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী হলেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার কুড়ুলগাছি পশ্চিম পাড়ার মো: আলম হোসেনের ছেলে ওমর আলী(৩০)।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী ওমর আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান।

একের পর এক মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেকসহ থানার সকল পুলিশ সদস্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।